

গাহিরত

পুরুষের হারানো আত্মমর্যাদাবোধ

আইনুল হক কাসিমী

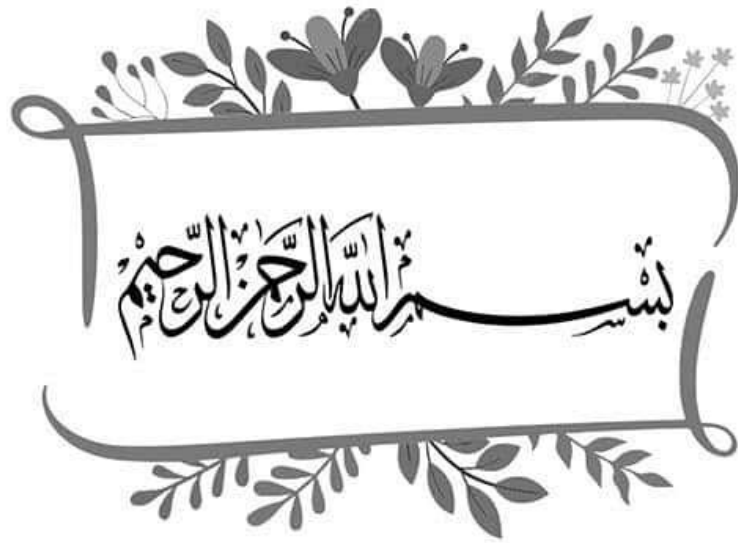
রাষ্ট্রিয়ান
ম ক ল

সূচিপত্র

লেখকের কথা	৯
গাইরতহীন স্বামীর বেহায়া স্ত্রী	১১
গাইরতহীন স্বামীর ঘর থেকে পলায়ন	১৫
বোগাইরত স্বামীওয়ালি হে বোন!	১৯
গাইরতহীন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর চিঠি	২২
গাইরত বলতে কী বোঝায়?	২৫
গাইরত ও অহংকারের পার্থক্য	২৮
গাইরত : পুরুষের জন্মগত ফিতরাত	২৯
আইয়ামে জাহিলিয়াতেও গাইরত ছিল	৩০
জাহিলি যুগের পুরুষদের গাইরত	৩২
ঐতিহাসিক ফিজার যুদ্ধেও গাইরত	৩৪
দূরসম্পর্কের নারীর ক্ষেত্রেও গাইরত	৩৫
যুদ্ধের উদ্দীপনা সৃষ্টিতে গাইরত	৩৭
জাহিলি যুগে অতিমাত্রার গাইরত	৩৯
ভারতের সিপাহি বিপ্লব ও গাইরত	৪২
গাইরত : পুরুষের দায়িত্বশীল হওয়ার কারণ	৪৪

গাইরতমন্দ পুরুষই বউকে ভালোবাসে.....	৪৭
গাইরতমন্দ পুরুষই নারীর পছন্দ	৫০
লজ্জাবতী নারীকেই পুরুষ পছন্দ করে	৫৫
স্বর্ণযুগের স্ত্রী-পাগল স্বামীর গাইরত	৫৯
আল্লাহ তা'আলারও গাইরত আছে	৬৪
আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর গাইরত	৬৬
বউ বর্গা দেওয়া গাইরতহীনদের ইतरামি	৭০
গাইরত ও পর্দা: একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ	৭২
পুরুষের ক্ষেত্রে নারীর গাইরতের কারণ	৭৮
সাহাবায়ে কেরামদের আজীব গাইরত.....	৮৩
উমর ইবনুল খাত্তাবের গাইরত	৮৬
উসমান ইবনে আফফানের গাইরত	৮৮
আলি ইবনে আবু তালিবের গাইরত	৮৯
যুবাইর ইবনুল আওয়াম্মের গাইরত	৯১
আবদুল্লাহ ইবনে উমরের গাইরত	৯৫
মুআজ ইবনে জাবালের গাইরত	৯৬
এক আনসারি সাহাবির গাইরত	৯৭
গাইরত যখন হজের পথে বাধা	৯৮
বিচারকের দরবারে স্বামীর গাইরত	৯৯

গাইরতহীন মেয়ের করুণ পরিণতি	১০২
মুসলিম শাসকদের গাইরতের ঝলক	১০৩
নারীর ইজ্জতহানিতে সাহাবির গাইরত	১০৬
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের গাইরত	১১০
হাকাম ইবনে হিশামের গাইরত	১১৪
খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর গাইরত	১১৮
সুলতান নুরুদ্দিন জেনগির গাইরত	১২২
মুমিন তো গাইরতমন্দ হয়ে থাকে	১২৫
সোশ্যাল মিডিয়ায় বেগাইরতির রকমফের	১২৯
গাইরতহীন পুরুষই হলো দাইয়ুস	১৩২
দ্বীনি ও দুনিয়াবি গাইরতের ভিন্নতা	১৩৬
যেসব ব্যাপারে গাইরত দেখাতে নেই	১৩৮
গাইরতের বদহজম হওয়া ঠিক না	১৪৩
ইসলামে গাইরতের এত গুরুত্ব কেন?	১৪৭
পরিবেশও মানুষকে গাইরতহীন বানায়	১৫০
উম্মাহর গাইরতহীনতার মূল কারণগুলো কী?	১৫২
দ্বীনদার মেয়ে বিয়ে করা গাইরতের দাবি	১৫৩
গাইরতহীন পুরুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট	১৫৭





গাইবতহীন স্বামীর বেহায়া স্ত্রী

লিফটে উঠেছি। হসপিটালের সপ্তম তলায় উঠার জন্য। এতটুকুন একটা কামরায় গাদাগাদি করে মানুষ উঠল প্রায় ডজনখানেক! একে অপরের মুখোমুখি। একজনের নাকের গরম শ্বাস আরেকজনের ওপর গিয়ে পড়ছে। এ রকম পরিস্থিতি আসলেই খুব উৎকণ্ঠার। কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে সকলেই কয়েকটা সেকেন্ড মানিয়ে নেয়া যার যার গন্তব্যের তলা এলেই হনহনিয়ে বেরিয়ে যায়; পেছনে ফিরে কেউই তাকায় না।

লিফটের সংকীর্ণ কামরায় সকলে পুরুষ হলে ব্যাপারটা ভিন্ন। সেখানে কোনো নারী হলে সকলেই একটু-আধটু অস্বস্তি বোধ করে। সেটা নারীর প্রতি পুরুষের একটা অতিরিক্ত সম্মানবোধের কারণে। কেন যেন লিফটের সংকীর্ণ পরিবেশে মায়ের জাত নারীদের কাউকে কোণঠাসা অবস্থায় দেখতে কোনো পুরুষের মন সায় দেয় না। কেমন যেন বেমানান লাগে। মায়ের জাত নারী; পুরুষদের সাথে এই ভ্যাপসা ও অস্বস্তিকর পরিবেশে কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও উপস্থিতিটা অসম্মানের মনে হয়। মায়ের জাতের জন্য তো আরও বড় প্রশস্ত ও ধাক্কাধাক্কি মুক্ত পরিবেশ হওয়া উচিত।

এই অনুভূতি লিফটের সংকীর্ণ পরিবেশে পর্দাবৃত্তা মা ও বোনদের ক্ষেত্রে অনুভূত হয়। কিন্তু লিফটের এই গাদাগাদি ও সংকীর্ণ পরিবেশে কোনো নারী যদি বেপর্দা অবস্থায় উঠে, তাহলে কেমন লাগবে? তাও যদি সেই নারীর পেট বা পিঠ দৃশ্যমান হয়, তাহলে পরিবেশ ও পরিস্থিতিটা কেমন লাগবে—বলুন তো! নিশ্চয় অসুন্দর, অরুচিকর ও অস্বস্তিকর লাগবে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, আজকাল লিফটের মতো সংকীর্ণ পরিবেশেও এমন বেহায়া নারীর উপস্থিতি দেখে পুরুষরা লজ্জায় কাঁচুমাচু করলেও এমন নারীর কোনো ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয় না!

লিফটের সংকীর্ণ কামরায় গাদাগাদি করে আমরা বহু পুরুষ দাঁড়িয়ে ছিলাম। ইত্যবসরে একজন জেন্টলম্যান লিফটে সস্ত্রীক প্রবেশ করলেন। ভদ্রমহিলার আবরণ পাতলা ফিনফিনে শাড়ি এবং কোমর পর্যন্ত প্রায় অনাবৃত। সেইসাথে দামি পারফিউমের ঝাঁঝাল সুগন্ধ লিফটের আবদ্ধ ছোট কামরায় সবাইকে বৃন্দ করে ফেলছিল!

নির্লজ্জ নারীর একেবারে পাশে থাকা কয়েকজন দীনদার কিংবা লজ্জাশীল ব্যক্তি অন্যদিকে তাকিয়ে অস্বস্তিকর মুহূর্তগুলো কাটাতে চাচ্ছিলেন। আবার কয়েকজন পুরুষের কামুক দৃষ্টি ঠিকই নারীর দিকে নিবদ্ধ ছিল!

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, ওই বেহায়া নারীর গাইরতহীন স্বামীর সেদিকে কোনো ঝঞ্জেপই ছিল না! পরপুরুষ যে তার স্ত্রীর উদাম পিঠ কামুক দর্শনে ধর্ষণ করছে, সেদিকে বোচারার কোনো খেয়াল নেই যেন! আর খেয়াল করবেই বা কীভাবে; সে তো স্ত্রীকে নিয়ে লিফটে উঠার আগেই পাবলিক প্লেসে আরও বহু পুরুষের দর্শনে ধর্ষণ করিয়ে এসেছে। তা ছাড়া এদের মতো গাইরতহীন পুরুষ স্ত্রীদেরকে রাস্তা-ঘাটে প্রদর্শন করে একপ্রকার আত্মিক তৃপ্তি অনুভব করে। এটাকেই আধুনিকতা মনে করে! স্ত্রীকে রাস্তাঘাটে পরপুরুষের দর্শনে ধর্ষণ করানোকেই উন্নতি, সভ্যতা, সুশীলতা জ্ঞান করে!

এমন গাইরতহীন পুরুষের সংখ্যা আমাদের সমাজে মোটেও কম নয়। এদের প্রায় সকলেই বা বেশির ভাগ বসবাস করে শহরে। উদাম পেট ও পিঠওয়ালি স্ত্রীকে নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ানো গাইরতহীন স্বামীরা শুধু লিফটের সংকীর্ণ কামরায় নয়; রাস্তাঘাটে, গাড়িতে, বাজারে, শপিংমলে, পাবলিক প্লেসে—সর্বত্র দেখা যায়। এমন বেপর্দা নারী তো অবশ্যই বেহায়া হয়। কিন্তু কথা এদেরকে নিয়ে নয়; কথা হলো এমন বেহায়া নারীর গাইরতহীন স্বামীকে নিয়ে! পুরুষ আবার গাইরতহীন হয় কীভাবে!

আপনি জেনে অবাক হবেন, এই গাইরতহীন পুরুষদের কেউ কেউ আবার লেবাসধারী হয়! মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি ও গায়ে পাঞ্জাবি পরিহিত পুরোদস্তুর হুজুর টাইপের কাউকে তো বেহায়া-বেলাজ স্ত্রী কিংবা কন্যাদের নিয়ে পাবলিক প্লেসে ঘুরতে দেখা যায়! এরা নিজেরা দ্বীনের বেশভূষা ধরলেও স্ত্রী, কন্যা, জায়াদেরকে দ্বীনের বেশভূষা ধরাতে তো পারেইনি; উপরন্তু এদেরকে নিয়ে তারা রাস্তাঘাটে নির্লজ্জের মতো ঘুরতে বের হয়! ওই যে, দ্বীনকে দ্বীনের মতো গ্রহণ না করে প্রতীকরূপে গ্রহণ করলে যা হয় আরকি! অথচ, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ﴾

‘হে ইমানদারগণ, তোমরা তোমাদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।’^১

বিপরীত দিকে এই সমাজে এমন পুরুষও আছে, যে-কিনা ব্যক্তিগতভাবে দ্বীনদার নয়; নামাজ-কালাম পড়ে না; দান-সাদাকাহ করে না; সুদ, ঘোষ, দুনীতিতে জড়িত, কিন্তু তার স্ত্রী কিংবা কন্যা বা জায়াদেরকে নিয়ে কোথাও বের হলে অবশ্যই পর্দাবৃত্তা করে বের হয়। কোনো পরপুরুষ তার স্ত্রী, কন্যা বা জায়ার প্রতি কুদৃষ্টি দিয়ে তাকাক—এটা তার মোটেও পছন্দ নয়।

তাহলে এই দ্বীনহীন পুরুষ আর একটু আগে উল্লিখিত লেবাসধারী দ্বীনদার পুরুষের মধ্যে পার্থক্য কোন জায়গায়—ধরতে পেরেছেন? পার্থক্য হলো গাইরত। একজন পুরুষ প্রতীকীভাবে দ্বীনদার হয়েও গাইরতহীন হলে তার ঘরের নারীদেরকে নিয়ে বাইরে বেপর্দা অবস্থায় বের হতে পারে। পক্ষান্তরে একজন পুরুষ দ্বীনহীন হয়েও গাইরতমন্দ হওয়ায় তার ঘরের নারীদেরকে নিয়ে বেপর্দা বের হতে পারে না।

উপর্যুক্ত কথাগুলো তো প্রযোজ্য এমন গাইরতহীন পুরুষের নির্লজ্জ স্ত্রী, কন্যা, জায়াদের ক্ষেত্রে; যারা নিজেরাই পর্দানশিন হয়ে চলাফেরা পছন্দ করে না। পাশাপাশি তাদের অভিভাবক পুরুষও গাইরতহীন বলে তাদেরকে এভাবে চলাফেরার সুযোগ করে দেয়। এই সমাজে এমনও গাইরতহীন পুরুষ আছে, যার স্ত্রী দ্বীন পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে; মাহরাম ও নন মাহরাম বাছবিচার করে চলতে চায়; পর্দা মেইন্টেইন করে চলতে চায়, কিন্তু গাইরতহীন পুরুষের জন্য সেটা সম্ভব হয় না; সে ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়; নিজের পর্দানশিন স্ত্রীকে পরিপূর্ণভাবে পর্দার সাথে চলতে সহায়ক ভূমিকা রাখে না।

এটাও আমাদের সমাজে অনেক বড় এক ব্যাধি। যে সকল নারী একটু বেশিই দ্বীন পালনে সচেষ্টিত, তারা নিজেদের জায়গায় মজবুত থেকে পর্দা পালন করে যায়। কিন্তু যারা দ্বীন পালনে অত মজবুত নয়, তারা কিন্তু অনেক সময় পরিস্থিতির হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়! তো এমন স্ত্রীকে ঠিকঠাকমতো দ্বীন পালন করতে না দেওয়ার পেছনে কিন্তু ঘুরেফিরেই গাইরতহীন স্বামীর ভূমিকা রয়েছে।

^১ সূরা তাহরীম : ৬।

নিয়তির কারণে কোনো প্র্যাক্টিসিং বোনের কপালে যদি এমন গাইরতহীন স্বামী পড়ে, তাহলে সেই বোনের কষ্ট আল্লাহ ছাড়া বোঝবার কেউ নেই! এমন ভুক্তভোগী বোনদের কেউ কেউ তার গাইরতহীন স্বামীর মধ্যে গাইরত সৃষ্টি করার জন্য দাওয়াহর কাজ করেন। নানানভাবে স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের কেউ সফল হন। কিন্তু যারা সফল হন না, তাদের কেউ আবার উপায়ান্তর না পেয়ে এই গাইরতহীন স্বামীকে নিয়েই দিনাতিপাত করেন।

তবে যারা দ্বীনের ব্যাপারে কম্প্রোমাইজ করার মন-মানসিকতা রাখেন না, তারা এমন গাইরতহীন স্বামীর ঘরই করেন না; ডিভোর্স দিয়ে দেন। বেশি নয়; আমার জানাশোনা এই সমাজেরই একটিমাত্র ঘটনা শেয়ার করছি—





গাইরতহীন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর চিঠি

ভাগ্যবিড়ম্বিতা বোনটির নাম—আফিফা। সে তার নামের মতোই। আফিফা শব্দের অর্থ—পবিত্র ও সতীসাধবী নারী। বিয়ের আগে থেকেই সে দীন পালনে সচেষ্টিত একজন মেয়ে। কিন্তু বিয়ের পর সে আগের মতো তার দীন পালন করতে পারছে না। ভাগ্যগুণে তার বিয়ে হয়েছে একজন গাইরতহীন পুরুষের সঙ্গে। যার মধ্যে দীন তো নেই-ই; পুরুষের পৌরুষ গাইরতও নেই! আবার স্বামীটা বেশ রগচটাও। মুখে কিছু বলতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

তাই বাধ্য হয়ে আফিফা ভিন্নপথ অবলম্বন করে। মনের সবটুকু আকুতি মিশিয়ে, দরদ ঢেলে, অশ্রুভেজা চোখের পাপড়িগুলো বাঁ হাতে মুছতে মুছতে স্বামীকে চিঠি লেখে—

প্রিয়তম স্বামী আমার।

তু পুরুষ, আমার কথাগুলো একটু শুনো। একটু মন দিয়েই শুনো তবে, হ্যাঁ?

আমি তোমার পুরুষত্বকে মস্বার্থন করে বলছি...তোমার পুরুষোচিত জেদকে লক্ষ করেই বলছি...আমার প্রতি তোমার হৃদয়ে জমানো ভালোবাসাকে মস্বার্থন করেই বলছি... তোমার দৌরম্যদীপ্ত দেহে বহুমান প্রতিষ্ঠিত তপ্ত রক্তকণাকে মস্বার্থন করে বলছি...তোমার তেজোদীপ্ত অন্তরকে মস্বার্থন করেই বলছি...পুরুষ হিমেবে তোমার প্রতিবাদী মনোভাবকেই মস্বার্থন করে বলছি... তোমার বিবেক ও বিবেচনাকে মস্বার্থন করে বলছি...

আমি জানি, তোমার ধন-সম্পদে কেউ হাত দিলে তুমি রেগে যাও। তোমার চাকরি হাতছাড়া হয়ে গেলেও তুমি দুশ্চিন্তার মাগরে নিমজ্জিত হও। তোমার মূল্যবান কিছু হারিয়ে ফেললেই তোমার আফসোস আর অনুশোচনার যেন অন্ত থাকে না।

আমার স্মরণ আছে; হ্যাঁ আমার এখনও স্মরণ আছে, আমাদের বাচ্চা যখন জানালার কাচ ভেঙে ফেলে, তখন তুমি উদ্ধত মিথুনের মতো তর্জন-গর্জন করতে থাকো। আমার হাত থেকে বেখেয়ালে মেঝেতে পড়ে শরবতের গ্লাসটি ভেঙে গেলেও তুমি রেগে আগুন হয়ে যাও।

মকালের নাশতা এক-দুই ঘন্টা এদিক-মোদিক হয়ে গেলেই তোমার চোয়ার রঙ পাল্টে যায়। গলার রং ফুলিয়ে তুমি চিল্লাতে থাকো।

প্রিয় স্বামী আমার! তু পুরুষ।

তোমার এইমব অবস্থা এখনও আমার কল্পনায় আগে। আমি ভুলতে পারি না। কিন্তু তোমার কি মনে পড়ে না ওই লোকটির কথা, যে আমার দিকে ডাবডাব করে তাকিয়েছিল। আমাকে উদ্ভক্ত করতে চেয়েছিল।

হ্যাঁ, আমার প্রিয়তমা। এটা আমলেই আশ্চর্যজনক। কিন্তু এরচেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মোদিন তোমার হৃদয়ের ঠান্ডা ভাব। মুখ দিয়ে একটি 'রা'-ও বের না হওয়া। ওই বদমাইশ লোকটার মাথে নব্ব কণ্ঠে কথা বলা। কমম আল্লাহর, এটা মতিই আশ্চর্যজনক।

ওগো প্রিয়, তুমি যখন আমাকে আদেশ করো-তোমার চাচাতো ভাইদের মামনে বের হতে: তাদের মাথে হ্যাঙ্কশেক করতে, তখন আমার বুকফেটে কল্লা বের হয়। তুমি তো জানোই, তাদের মাথে আমার পর্দা করা জরুরি: তারা আমার জন্য মাহরাম না, কিন্তু তুমি মব মময়ই অতুলক দাবি করে বসো-‘আরে, এরা আমার চাচাতো ভাই’

আমার তো এখনও মনে আছে, আমরা দুজন যখন দেশের বাইরে ছুঁয়ে বের হই, তখন তুমি আমাকে কী বলেছিলে। তুমি আমাকে আমার নেকাব খুলতে বলেছিলে। যুক্তি দিয়েছিলে-নেকাব না খুললে হুমিগ্রেশনের লোকেরা আমায় চিনবে না।

ওগো প্রিয়তম, তুমি তো জানো, আমার মব প্রশান্তি নিহিত আমার হিজাব-নেকাবের মধ্যেই। পরপুরুষদের থেকে আমার মতীত্ব বাঁচানো, আর রক্ষা করা ও নিজের মেফাতি এই হিজাব-নেকাবেই। তুমি কেন আমার ওপর ইনমাফ করলে না?

তুমি কি আমাকে আমাদের পারিবারিক ডাক্তারের মামনেও যেতে বলপ্রয়োগ করো না? অথচ, এই লোকটা আমার মাহরাম না।

স্বামী গো, তোমার এমন কাজে আমার অন্তর ফেটে চৌচির হয়ে যায়। তুমি যুক্তি দিয়ে বলা-এই ডাক্তার অনেক এক্সপার্ট। খুব যোগ্য। অথচ, তুমি কি জানো না যে, আমাদের মেয়েদের মধ্যেই এরচেয়েও ভালো ও যোগ্য ডাক্তার আছে?

প্রিয় আমার! তোমার কি মনে আছে, মার্কেটের পাশে গাড়ি পার্ক করে আমাকে নামিয়ে দিলে তুমি, এরপর আমাকে বললে, ‘যাও, তুমিই কেনাকাটা করে এসো: আমি তোমার জন্য গাড়িতেই ওয়েট করাছি’

প্রিয় জীবনমহর্ষি, আমি নারী মানুষ: পুরুষের অস্তিত্বকল্প ও দায়িত্বশীলতার খুবই মুহূর্তজ আমি।
আমার রুচি ও পছন্দের ব্যাপারে একজন মহর্ষীর খুব প্রয়োজন আমার।

প্রিয়তম, মনে করো ওই একাকিত্বের সময় আমার মাথায় যদি খারাপ কিছু হয়ে যেত। যে পশুর মাথায়
পাহারাদার কুকুর থাকে না, তার ওপর তো নেকড়েরা হামলে পড়ে। ক্ষুধার্ত সিংহেরা হাঁড়িখুঁড়ে খায়।

ওগো প্রিয়, তোমার কি মনে পড়ে, আমার অমুগ্ধ মাকে দেখার জন্য তোমার কাছে আমি আমার
বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন তুমি কোনো প্রকার রাখতাক হাড়াই বলেছিলে, 'আমার
ভাইকে নিয়ে চলে যাও।'

মুহূর্তনাল্লাহ! আমি তোমার বিয়ে করা বউ নাকি তোমার ভাইয়ের বউ? ভাবিকে নিয়ে যাবে দেবর।
ইয়া আল্লাহ, তুমি কি নবাজির মেই হাদিম শোনোনি—'দেবর হলো মৃত্যুমুখ' তোমার কি গাইরত
নেই?

আমার জানা বিশ্বাস করো, কথাগুলো একহাতে লিখছি আর আরেক হাতে চোখের পানি মুছে চলছি।
কষ্টে বুকটো ফেটে যাচ্ছে। বলতে গেলে অনেক কথাই বলা যাবে। কিন্তু আমি আর বলতে চাই না।
আমার বুকফাটা কথাগুলো পড়ে যদি তোমার মাঝে একটু হলেনও গাইরত আমে, তাহলে রাত
জেগে অশ্রুজো চোখে চিঠিটা লেখা আমার মার্কক হয়ে যাবে।

-ইতি তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী।

নোট : মাদরাসা পড়ুয়া সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণ গাইরত শব্দের সাথে পরিচিত। এ
যাবৎকালের আলোচনা থেকে তাদের বিরক্ত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু জেনারেল পড়ুয়া
প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের বিরক্তির ভয় করছি আমি। আর যদুর ধারণা করি—আমার
এ বইয়ের পাঠক-পাঠিকাদের বড় একটা অংশই হবেন জেনারেল পড়ুয়া ভাই-বোন।
তারা ভ্রুকুণ্ণ করে বলতে পারেন—এই গাইরত জিনিসটা কী? আসুন, তাহলে
এবার গাইরত শব্দের সাথেই পরিচয় করিয়ে দিই।





জাহিলি যুগের পুরুষদের গাইরত

জাহিলি যুগের পুরুষেরা নারীদের ক্ষেত্রে এতটাই গাইরত রাখত যে, তারা তাদের পড়শি নারীদের দিকেও চোখ তুলে তাকাত না। এটা নিয়ে তারা রীতিমতো গর্বও করত। ব্যাপারটাকে তারা তাদের গাইরত হিসেবেই চিত্রিত করত। জাহিলি যুগের কবি উরওয়া ইবনুল ওয়ারদের কবিতাটা কতই-না সুন্দর!

وَإِنْ جَارَتِي أَلُوْتُ رِيَاخَ بَيْتِهَا ... تَغَافَلْتُ حَتَّى يَسْتُرَ الْبَيْتَ جَانِبُهُ

(কাব্যানুবাদ)

আমার প্রতিবেশিনীর তাঁবুর পর্দা যদি উড়ে
লেগে বাতাসের ঝাপটা,
আমি চোখ সরিয়ে নিই, যতক্ষণ না পর্দা
তাঁবুতে লেগে হয় ঘোমটা।^১

গাইরতের কারণে প্রতিবেশিনীর দিকে না তাকানোর প্রসঙ্গে জাহিলি যুগের বিখ্যাত কবি আনতারা ইবনে শাদাদের কবিতাটা আরও চমকপ্রদ!

وَأَغْضُ طَرْفِي مَا بَدَتْ لِي جَارَتِي .. حَتَّى يُوَارِيَ جَارَتِي مَأْوَاهَا

(কাব্যানুবাদ)

আমার প্রতিবেশিনী ঘর থেকে বের হলে আমি চোখ নিই বুজে,
যতক্ষণ না সে আমার সামনে থেকে সরে ঘরে আশ্রয় খোঁজে।^২

^১ আদ-দিওয়ান, পৃষ্ঠা : ৩০, তাহকিক : আবদুর মুনইম মালুহি।

^২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৮৫।

বস্তুত, জাহিলি যুগে আরবদের গাইরত নিয়ে আলাপ করতে থাকলে কয়েক ভলিউমের গ্রন্থনা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গটা খতম করছি জাহিলি যুগের পুরুষেরা নারীদেরকে কতটা সম্মান করত এবং তাদের প্রতি গাইরত রাখত—সেটা বলে।

শুষ্ক মরু আর লু-হাওয়ার দেশ আরব। সেখানে পানির ক্রাইসিস সব যুগেই ছিল। এ যুগে প্রযুক্তির মাধ্যমে আরব দেশে পানি উত্তোলন সহজ হলেও আগের যুগে অত সহজ ছিল না। কূপ থেকে বহু কষ্টে পানি উত্তোলন করতে হতো কিংবা অনেক দূর হেঁটে গিয়ে ঝর্ণা থেকে পানি আনতে হতো। দেখা যেত, কূপে বা ঝর্ণায় পানির জন্য নারী, পুরুষ ও রাখালদের সিরিয়াল লেগে থাকত।

তো পুরুষেরা করত কী; আগে তারা পানি নিয়ে যেত। এরপর রাখালরা পানি নিয়ে যেত গবাদি পশুদের পান করাতে। সবশেষে নারীরা পানি নিতে এগিয়ে আসত। তারা সময় নিয়ে পানির মশক ও মটকা ভরতি করত। গোসল করত। কাপড় ধৌত করত। পুরুষেরা আগেভাগেই পানি নিয়ে মূলত নারীদের জন্য স্পেস তৈরি করে দিত। যাতে নারীরা কোনো প্রকার বিব্রতবোধ ছাড়াই নিজেদের কাজ সেরে নিতে পারে।

কোনো পুরুষ যদি পেছনে পড়ে যেত আর নারীদের সাথেই তাকে পানি নিতে হতো, তাহলে সে পুরুষকে জাহিলি সমাজে খুবই লাঞ্ছিত মনে করা হতো।^১

এবার চিন্তা করুন—এই আধুনিক সভ্য সমাজের শিক্ষিত পুরুষদের ব্যাপারটা; যারা লোকাল গাড়িতে সিটে দিব্যি আরাম করে বসে, অথচ পাশেই সিট না পেয়ে পুরুষদের ভিড়ে গাদাগাদি অবস্থায় নারী ও যুবতিরা দাঁড়িয়ে যাত্রা করে; কেউই সিট ছেড়ে তাদেরকে বসে যেতে দেয় না। তথাকথিত এই শিক্ষিত ও সভ্য সমাজ কি জাহিলি সমাজ থেকেও নিকৃষ্ট নয়?!



^১ আল-গাইরাতু বাইনাল জাহিলিয়াহ ওয়াল ইসলাম, উস্তাদ মুহাম্মাদ নাসিরের লিখিত আরবি আর্টিকেল, আদ-দাঈ আরবি ম্যাগাজিন, দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত, অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৬।



গাইরতহীন পুরুষই হলো দাইয়ুস

স্ত্রী, কন্যা, জায়া, বোন ও মায়ের প্রতি গাইরতের প্রসঙ্গ এলেই যে শব্দটি অটোমেটিক সামনে চলে আসে তা হলো—‘দাইয়ুস’। বলতে গেলে দাইয়ুস ও গাইরতহীন শব্দদুটো সমার্থবোধক।

প্রসিদ্ধ হাদিস-বিশারদ ইমাম তিবি রহ. বলেন, ‘দাইয়ুস হলো যে তার পরিবারকে অন্যায় গর্হিত কাজ করতে দেখে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার গাইরতে বাধে না। তাদেরকে সেটা করা থেকে বাধা দেয় না। উল্টো সবকিছু মেনে নেয়।’^১

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মোল্লা আলি কারি হানাফি বলেন, ‘দাইয়ুস হলো ওই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের নারীদের ক্ষেত্রে ব্যভিচার কিংবা ব্যভিচারের পূর্ববর্তী সব অশ্লীলতা ও বেহায়াপনাকে সাপোর্ট করে।’^২

জগদ্বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি বলেছেন, ‘দাইয়ুস হলো সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর অশ্লীল কাজ সম্পর্কে অবগত। কিন্তু তার প্রতি ভালোবাসার কারণে এ ব্যাপারে সে উদাসীন থাকে। অথবা তার ওপর তার স্ত্রীর বৃহৎ ঋণ বা মোহরানার ভয়ে কিংবা ছোটো ছেলে-মেয়েদের কারণে সে স্ত্রীকে কিছুই বলে না এবং যার গাইরত বলতে কিছুই নেই।’^৩

সুতরাং যে ব্যক্তি তার স্ত্রী, কন্যা, জায়া, বোন ও পরিবারের নারীদের অবাধ চলাফেরা, অশালীন জীবনযাপন ও পাপপূর্ণ জীবনাচার মেনে নেয় এবং তাদের এসব গর্হিত কাজ করা থেকে বাধা দেয় না—তাকে ইসলামের পরিভাষায় ‘দাইয়ুস’ বলা হয়। দাইয়ুস ব্যক্তি হতে পারে স্বামী, পিতা কিংবা ভাই অথবা যেকোনো পুরুষ অভিভাবক।

^১ মিরকাতুল মাফাতিহ শারহে মিশকাতুল মাসাবিহ : ৬/২৩৯০, হাদিস : ৩৬৫৫।

^২ প্রাগুক্ত।

^৩ কিতাবুল কাবায়ির, পৃষ্ঠা : ১৩৭, ইমাম যাহাবি।

আফসোসজনক হলেও সত্য যে, শুধু দীনহীন কেন; অনেক দীনদার পুরুষই জানেন না—তারা দাইয়ুস। তারা পরিবারের সদস্যদের পাপপূর্ণ চলাফেরায় বাধা দেন না, শালীনতা ও ভদ্রতার পথে আসার জন্য চেষ্টা করেন না। অথচ কী জঘন্য অন্যায় তারা করছেন, যদি বুঝতে পারতেন তাহলে বেহায়াপনা, পাপপূর্ণ জীবন মেনে নিতেন না। হাদিসে এসেছে—

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُ،
وَالدِّيُّوثُ، الَّذِي يُقَرِّ فِي أَهْلِهِ الْخَبْثَ.

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করেছেন। ১. মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি। ২. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। ৩. দাইয়ুস অর্থাৎ ওই গাইরতহীন ব্যক্তি, যে তার পরিবারের মহিলাদের ক্ষেত্রে পাপাচার অর্থাৎ ব্যভিচার ইত্যাদিকে সমর্থন করে।^১

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আরেক হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন :

ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:
الْعَاقُ بِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ، وَالدِّيُّوثُ.

‘তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। ১. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। ২. পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারী। ৩. দাইয়ুস।^২

দাইয়ুস ব্যক্তি মূলত ফাসিক। কারণ সে কবির গুনাহে লিপ্ত। অনেকেই মনে করেন, এমন ব্যক্তির ইবাদত-বন্দেগি কবুল হয় না। ব্যাপারটা আসলে এমন নয়। ফতোয়ায় বলা হয়েছে—‘যদি কোনো ব্যক্তির স্ত্রী পর্দা না করে তাহলে সে ব্যক্তির ওপর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীকে পর্দা করার ওপর বাধ্য করা। কিন্তু তা না করে যদি সে স্ত্রীর বেপরোয়া, পাপপূর্ণ জীবনযাপন মেনে নেয় এবং সে ইবাদত-বন্দেগিও করে তাহলে এ অবস্থায়

^১ মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৫৩৭২।

^২ মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৬১৮০।

স্বামী গুনাহগার ও জাহান্নামি হবে। আর নামাজ ও ইবাদত গুনাহগারেরও কবুল হয়।’^১

সুতরাং ইবাদত-বন্দেগি পরিপূর্ণরূপে কবুল হওয়ার জন্য অবশ্যই দাইয়ুসের মন্দ গুণাবলি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তা নাহলে আল্লাহর কঠিন আজাবের সম্মুখীন হতে হবে। তবে কেউ দাইয়ুস হলে তাকে ‘দাইয়ুস’ বলে গালি দেওয়া যাবে না।^২

নিজের একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করেই দাইয়ুসের প্রসঙ্গ শেষ করতে চাচ্ছি। জীবনপথে চলতে গিয়ে কত কিসিমের মানুষের সাথেই তো ওঠাবসা করতে হয়। এতে অভিজ্ঞতার ঝুলিটা বেশ পূর্ণই থাকে।

যার কথা বলতে চাচ্ছি, তিনি দ্বীনদার মানুষ। দাম্পত্য জীবনে খুব অসুখী। বিয়ের সময়ের এক ভুলের কারণে এখনও মাস্তুল দিয়ে যাচ্ছেন। বস্তুত বিয়ে করতে হয় খুব ভেবেচিন্তে। দেখেশুনে। নইলে আজীবন পস্তাতে হয়। আমাদের সমাজে বিয়ে করা যেমন কঠিন, পরে ছাড়াও কঠিন। আর বাচ্চা-কাচ্চা হয়ে গেলে তো মহা মুশকিল।

বিয়েটা করেছিলেন তিনি নিজের পছন্দের বাইরে। পরিবারের চাপে। আগে থেকেই তার পরিবার মেয়েটাকে ঠিকঠাক করে রাখে। তার অমত করার সুযোগ ছিল না। বিয়ের পরেই তিনি পড়েন বিপদে। মেয়ের স্বভাব-চরিত্র ভালো না। স্বামীর সাথে বাজে আচরণ তো করেই; ফ্যামিলির কাউকেই সহ্য করতে পারে না। স্বামীর আয়-রোজগার সব নিজের আয়ত্তে রাখতে চায়। স্মার্ট ফোনে ফেসবুক, ইমো ব্যবহার করে বহু পুরুষের সাথে পরকীয়া করে! এমনকি ওই ভাইয়ের নিকটাত্মীয়দের সাথেও পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ে!

দাম্পত্য জীবনে অসুখী মানুষগুলোর চেহারা সব সময় মলিন থাকে। এদের চেহায়ায় হাসি-ফুটি দেখা যায় খুবই কম। বিশেষ করে তাদের সামনে অন্য কেউ নিজের দাম্পত্য জীবনের সুখময় কিছু শেয়ার করলে তাদের বুকটা হাহাকার করে ওঠে। এজন্য এমন মানুষের সামনে নিজের দাম্পত্য জীবনের রোমান্টিক কিছু শেয়ার করতে নেই।

^১ আপ কে মাসায়েল অওর উন কা হল : ৮/৬৮; ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ২৮/৯১।

^২ মিরকাতুল মাফাতিহ : ৭/২২০; তাবয়িনুল হাকায়িক : ৩/৬৩৫; আল-বাহরুর রায়িক : ৫/৪৪; আদ-দুররুল মুখতার : ৪/৭০।

তো ওই ভাইয়ের চেহারাটাও সব সময় মলিন থাকত। একটা বাচ্চাও আছে তার। এ ব্যাপারে আমার কাছে পরামর্শ চাইলে ধৈর্যধারণ করে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে বললাম। তিনি বলে উঠলেন, সবই হয়তো মানিয়ে নিতেন; কিন্তু উনার স্ত্রী যেহেতু পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত, সেহেতু এমন স্ত্রীকে প্রশ্রয় দিলে তিনি আবার দাইয়ুস হয়ে যাবেন!

ভাইয়ের কথাটা শুনে আমি যেন আসমান থেকে পড়লাম! তাইতো, এ দিকটা তো আমি ভুলেও খেয়াল করিনি! এমন স্ত্রীকে রাখা মানে নিজে দাইয়ুস হওয়া! আর দাইয়ুস তো জান্নাতে যাবে না!

